যোহনের সুসমাচার

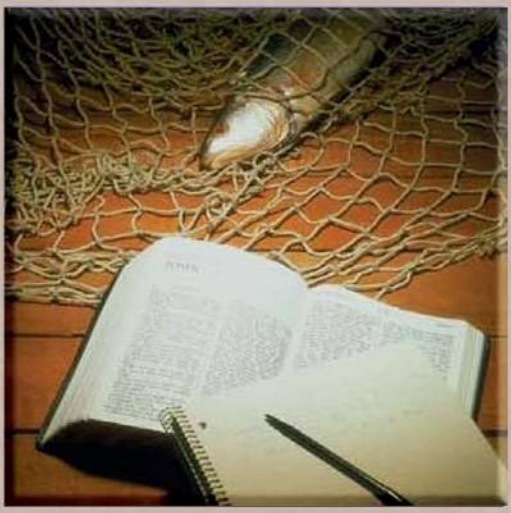

যোহনের লেখা সুখবর

Gospel of John

চতুর্থ খণ্ড ঃ যোহন

(বাংলা অনুবাদ)

CL2320-BN

© বি, বি, এস
১৯৮০

বি,বি, এস
ডাকবাক্স - ৩৬০
ঢাকা - ১০০০

ভূমিকা
(চতুর্থ খণ্ড ঃ যোহন)

পবিত্র নুতন নিয়মের এই চতুর্থ খণ্ডে প্রভু যীশু খ্রীষ্টকে প্রথমে বাক্য হিসেবে দেখান হইয়াছে, যিনি "মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিলেন এবং আমাদের মধ্যে বাস করিলেন"। এই খণ্ড লিখিবার উদ্দেশ্য ২০ ঃ ৩০, ৩১ পদে বলা হইয়াছে –

> "যীশু শিষ্যদের সাক্ষাতে আরও অনেক আশ্চর্য কাজ করিয়াছিলেন; সে সকল এই পুস্তকে লেখা হয় নাই। কিন্তু এই সকল লেখা হইয়াছে, যেন তোমরা বিশ্বাস কর যে, যীশুই খ্রীষ্ট, ঈশ্বরের পুত্র, আর বিশ্বাস করিয়া যেন তাঁহার নামে জীবন প্রাপ্ত হও।"

"বিশ্বাস" শব্দটি এই খণ্ডে বার বার ব্যবহার করা হইয়াছে। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের উপর বিশ্বাস করার অর্থ, তাঁহাকে পাপ হইতে উদ্ধার কর্তা ও প্রভু হিসাবে অন্তরে গ্রহণ করা (১ঃ ১২)। এই বিশ্বাস করার মধ্য দিয়া পাপ হইতে উদ্ধার এবং অনন্ত জীবন পাওয়া যায়। এই জীবন, আনন্দ, সুখ ও শান্তিতে পূর্ণ আর তাহা কেবল এখন নয়, মৃত্যুর পরেও।

এই খণ্ড হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, প্রভু যীশু খ্রীষ্ট প্রত্যেকটি লোকের জন্য চিন্তা করিতেন। এই খণ্ডে লোকদের সংগে তাঁহার ২৭টি ব্যক্তিগত আলোচনা রহিয়াছে। তাহা ছাড়া, এখানে তিনি নিজের সম্বন্ধে ৭টি বড় দাবী করিয়াছেন –

১। "আমিই সেই জীবন খাদ্য" (৬ ঃ ৩৫)।

২। "আমিই জগতের জ্যোতি" (৮ ঃ ১২, ৯ ঃ ৫)।

৩। "আমিই মেষদিগের দ্বার" (১০ ঃ ৭)।

৪। "আমিই উত্তম মেষপালক" (১০ ঃ ১১, ১৪)।

৫। "আমিই পুনরুত্থান ও জীবন" (১১ ঃ ২৫)।

৬। "আমিই পথ, সত্য আর জীবন" (১৪ ঃ ৬)।

৭। "আমিই প্রকৃত দ্রাক্ষালতা" (১৫ ঃ ১)।

— শেষ —